ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার -০৬/০৯/২০১৭ ।।

যথাযোগ্য মর্যাদায় শিক্ষক দিবস উদযাপিত

আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর ।। যথাযোগ্য মর্যাদায় শ্রদ্ধার সাথে গতকাল রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমায় শিক্ষক দিবস উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে ড. সর্বপল্লী রাধা কৃষ্ণাণের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানানো হয়। আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

জম্পুইজলা ।। মহকুমার মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় জম্পুইজলা বাঁখারীয় কমিউনিটি হলে। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক নিরঞ্জন দেববর্মা। উদ্বোধকের ভাষণে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার চায় সবার জন্য শিক্ষা। শিক্ষাকে বাদ দিয়ে সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক কেশব দেববর্মা, ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক মিহির দেব। স্বাগত ভাষণ রাখেন বিদ্যালয় পরিদর্শক শম্ভু চরণ দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন এম ডি সি সন্তোষ দেববর্মা, বি ডি ও প্রদীপ কুমার দেববর্মা সহ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ। সভাপতিত্ব করেন প্রধান শিক্ষক কমলাকান্ত দেববর্মা। অনুষ্ঠানে ১২ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

সাব্রুম ।। মহকুমা ভিত্তিক শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় মনুবাজারস্থিত বসুন্ধরা বনচেতনা হলে। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিধায়ক রীতা কর মজুমদার ও প্রভাত চৌধুরী সহ বিশিষ্ট জনেরা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. সর্বপল্লী রাধা কৃষ্ণাণের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে ২৫ জন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এছাড়া, ৩ জন সেরা শিক্ষক ও ৪টি সেরা বিদ্যালয়কে পুরস্কৃত করা হয়। স্বাগত ভাষণ রাখেন মনু দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক থেঙ্গাফু মগ। সভাপতিত্ব করেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক চিত্তরঞ্জন দাস।

কৈলাসহর ।। মহকুমা ভিত্তিক শিক্ষক দিবস ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়। কৈলাসহর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মনীষ সাহা এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে ড. সর্বপল্লী রাধা কৃষ্ণাণের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চন্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মধুময় মালাকার, জেলা শিক্ষা আধিকারিক শ্যামল দাস প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ রাখেন বিদ্যালয় পরিদর্শক জ্ঞান প্রবীণ চাকমা। সভাপতিত্ব করেন গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শান্তি সিনহা। অনুষ্ঠানে ৫ জন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

শারদোৎসব ঃ জিরানীয়ায় সভা

জিরানীয়া, ০৬ সেপ্টেম্বর ।। আসন্ন শারদোৎসব সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে গত ৪ সেপ্টেম্বর জিরানীয়া অগ্নিবীণা হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় । জিরানীয়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন রাণীরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মীরা ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন প্রদীপ দেবনাথ, জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুচিত্রা দেবনাথ ও ভাইস চেয়ারম্যান কালীপদ চক্রবর্তী, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য অনুকূল চন্দ্র দাস, মহকুমা শাসক বিম্বিসার ভট্টাচার্য সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ সহ মহকুমা এলাকার পূজা কমিটির প্রতিনিধিগণ । সভায় মহকুমা শাসক সকলকে দুর্গোৎসবকে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলার জন্য আহ্বান জানান । তাছাড়া, সভায় জিরানীয়া থানার ও সি ছাবির আহমেদ আসন্ন দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন নিয়ম নির্দেশিকা নিয়ে আলোচনা করেন । এছাড়াও আলোচনা করেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুচিত্রা দেবনাথ, জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েত চেয়ারপার্সন প্রদীপ দেবনাথ এবং অগ্নি নির্বাপক, বিদ্যুৎ ও পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকগণ ।

সাব্রুমে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

সাব্রুম, ০৬ সেপ্টেম্বর ।। সাব্রুম আরক্ষা প্রশাসনের উদ্যোগে গত ৪ সেপ্টেম্বর সাব্রুম টাউন হলে সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে এক জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় । অনুষ্ঠানে বিধায়ক রীতা কর মজুমদার, দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার মনচাক ইশার, সাব্রুম মহকুমার মহকুমা শাসক বিপ্লব দাস, মহকুমা চিকিৎসা আধিকারিক ডাঃ নৃপেন্দ্র রিয়াং গার্হস্থ্য হিংসা, বাল্যবিবাহ, সড়ক নিরাপত্তা ও ট্রাফিক বিধি সম্পর্কে মানুষকে আরও সচেতন হওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করে বক্তব্য রাখেন । বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এ বিষয়ে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় । প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে নং-২ জলেফা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় । দ্বিতীয় সাব্রুম ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করে সাব্রুম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় । অতিথিগণ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও খেলাধূলার সামগ্রী তুলে দেন । সভাপতিত্ব করেন সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রুমা মজুমদার বসাক ।

দেশ ও সমাজ গঠনে শিক্ষকরা হচ্ছেন পথ প্রদর্শকঃ তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

বিশালগড়, ৫ সেপ্টেম্বর ।। শিক্ষকতার পেশা অন্য যে কোন পেশা থেকে আলাদা । সমাজের প্রতি তাদের একটা দায়বদ্ধতা রয়েছে । ছাত্রছাত্রীদের সুনাগরিক ও দেশ প্রেমিক হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষকরাই অগ্রণী ভূমিকা নেন। আজ বিশালগড় টাউন হলে বিশালগড় মহকুমা ভিত্তিক শিক্ষক দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা একথা বলেন । বিশালগড় বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয় ও বিশালগড় পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী আরো বলেন, দেশ ও সমাজ গঠনে শিক্ষকরা হচ্ছেন পথ প্রদর্শক । তিনি বলেন, সমস্ত **প্রতিকূলতাকে জয় করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জ্ঞান** অর্জনের ইচ্ছাকে জাগিয়ে তুলতে হবে । শিক্ষক-শিক্ষিকারাই পারেন এই কাজটা করতে। তাঁরা জাতির মেরুদন্ড । ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ফখরউদ্দীন আহমেদ বলেন, ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষক সমাজকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে । অনুষ্ঠানে শিক্ষক দিবসের তাৎপর্য ও ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন এস সি ই আর টি র অধিকর্তা রতীশ মজুমদার । অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দুলন সরকার (হাজারী), মহকুমা শাসক নান্টুরঞ্জন দাস ও জেলা শিক্ষা আধিকারিক হাবুল লোধ । সভাপতিত্ব করেন পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন পূর্ণিমা চক্রবর্তী। শিক্ষক দিবস উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দ্বারা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় ।অনুষ্ঠানে মহকুমার ৪৮জন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সম্বর্ধনা জানানো হয় । অনুষ্ঠানের শুরুতে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা ও অন্যান্য অতিথিগণ ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান । তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী অনুষ্ঠানে স্মরণিকা বিজয়-এর অনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন ।

৫৬ তম শিক্ষক দিবস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী দেশকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে নিয়ে যেতে ছাত্র সমাজকে ঐক্য চেতনায় সুসংহত করতে হবে

আগরতলা, ০৫ সেপ্টেম্বর ।। শুধু দেশের মানুষের সমানাধিকারই গণতন্ত্র নয় । গণতন্ত্রের মূল কথা হলো স্বাধীন ভাবনা, স্বাধীন চিন্তা, মত প্রকাশের অধিকার । কিন্তু বর্তমান সময়ে ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা আক্রান্ত হচ্ছে । ধর্মনিরপেক্ষতার উপর আঘাত আসছে । এ সব বিষয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের সচেতন না করতে পারলে কি করে তারা সুনাগরিক হবে ? কি করে তারা ভবিষ্যতে দেশের দায়িত্ব তুলে নেবে । তাদের ভাবনায় তাদের চিন্তায় তাদের চেতনায় সঠিক বোধগুলো নিয়ে যেতে হবে । ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে সমাজকেও এ সব বিষয়ে সচেতন করতে হবে । আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ৫৬তম শিক্ষক দিবস অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার একথা বলেন । আজ শিক্ষক দিবসে শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক অপরাজিতা রায়কে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্মান -২০১৭ সম্মানিত করা হয় । মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার তাঁর হাতে মানপত্র, স্মারক উপহার তুলে দেন । মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষক দিবসের স্মরণিকা শিক্ষা সমাচারের আবরণও উন্মোচন করেন । এই অনুষ্ঠানে ২০ জন কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকা, ৬০ জন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক -শিক্ষিকাকে শিক্ষকতায় বিশেষ অবদানের জন্য সংবর্ধনা দেওয়া হয় । আজ এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী বিজিতা নাথ । সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রী তপন চক্রবর্তী । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য সচিব সঞ্জীব রঞ্জন, এম বি বি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গৌতম কুমার বসু, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ড. বি পালিত । স্বাগত বক্তব্য রাখেন মধ্যশিক্ষা অধিকারের অধিকর্তা ইউ কে চাকমা । অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিগণ ড.সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মহান শিক্ষক ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন । তিনি বলেন, দেশে এক জটিল পরিস্থিতিতে আজ শিক্ষক দিবস পালন করা হচ্ছে। দেশের শিক্ষা কাঠামোয় আক্রমণ নেমে আসছে । শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে রাষ্ট্রের ধারক বাহকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয় । স্বাধীনতার এত বছর পরও বিরাট অংশের মানুষ গরীব । দেশের আট থেকে দশ শতাংশ মানুষের বিত্ত বৈভবের অভাব নেই । ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার ব্যয় ভার তারাই বহন করতে পারেন । এর বাইরে কোটি কোটি ছেলেমেয়ে কি ভাবে পড়াশুনা করবে? লক্ষ্য করা গেছে গত কয়েক বছরে শিক্ষা ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ কমছে । এ কথা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বেসরকারী স্কুলেই ভাল পড়াশুনা হয় । কেন্দ্রীয় সরকারের অনেকেই ভাবতে শুরু করেছে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বেসরকারী হাতে তুলে দেওয়ার । সরকার স্কুল কলেজ করে দিলেও এর পরিচালন ভার বেসরকারীর হাতে তুলে দেওয়া হবে । তারা শিক্ষা ব্যবস্থাকে পণ্যে পরিণত করার চেষ্টা করছে । এই ব্যবস্থা চালু হলে জাতির সামনে অমানিশা ঘনিয়ে আসবে । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সর্বনাশা এই চিন্তার বিরুদ্ধে সবাইকে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে হবে । সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা সবাই চাই সন্তানরা চিন্তা ভাবনা চেতনায় মানুষের মতো মানুষ হোক । তাদের তৈরী করার দায়িত্ব বাড়িতে মা, বাবা, বড়রা এবং স্কুলে শিক্ষক -শিক্ষিকাদের । ভাল মানুষ হতে গেলে তাদের এক জাতি এক প্রাণ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে । একথা তাদের উপলব্দির মধ্যে নিয়ে যেতে হবে । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে নিয়ে যেতে ঐক্য চেতনায় তাদের সুসংহত করতে হবে । তিনি বলেন, আমাদের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়েছে । এর মূল কথা হলো রাষ্ট্রের কোনও ধর্ম থাকবেনা । সব ধর্ম সমান । কিন্তু গত কয়েক বছরে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতায় আঘাত আসছে । একটি শক্তি ভারতকে একটি নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারি করতে চাইছে । তাতে আমাদের দেশের একতা সংহতি নষ্ট হবে । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষক -শিক্ষিকাদের শুধু পরীক্ষায় পাশ করার পাঠ দিলেই হবে না ।দেশপ্রেম, মানবিক মূল্যবোধের আবেদন, মানুষকে মানুষ হিসেবে গণ্য করার ভাবনা ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে । জাতির পথ প্রদর্শকের ভূমিকা নিতে হবে ।

আলোচনায় অংশ নিয়ে অনুষ্ঠানের সভাপতি শিক্ষা মন্ত্রী তপন চক্রবর্তী শিক্ষক- শিক্ষিকাদের অভিনন্দন জানান । তিনি বলেন, রাজ্যে শিক্ষার সামগ্রিক এবং উৎকর্ষগত বিকাশ হচ্ছে । এই ক্ষেত্রে শিক্ষক - শিক্ষিকাদেরও বিরাট ভূমিকা আছে। শিক্ষার বিকাশে ত্যাগ ও সেবার মানসিকতা নিয়ে তাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান শিক্ষামন্ত্রী ।

বিশেষ অতিথি সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী বিজিতা নাথ বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থাকে আয়ের পথ হিসেবে চিন্তা করা হচ্ছে । শিক্ষা ব্যবস্থাকে বেসরকারি হাতে তুলে দিলে শিক্ষাকে সার্বজনীন করা যাবেনা । তিনি বলেন, ভারতে প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ দুঞ্চবেলা খেতে পায়না । টাকার বিনিময়ে শিক্ষার ব্যবস্থা হলে তারা কি ভাবে পড়াশুনা করবে ? শিক্ষাকে যে ভাবে ব্যবসায়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে তাতে বিদ্যালয় চলো অভিযান কথার কথাই থেকে যাবে ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মুখ্য সচিব সঞ্জীব রঞ্জন, এম বি বি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গৌতম কুমার বসু , উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ড. বি পালিত। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মধ্যশিক্ষা অধিকারের অধিকর্তা ইউ কে চাকমা । অনুষ্ঠানে রাজ্যের এগারটি বিদ্যালয়কে তাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার জন্য পুরস্কৃত করা হয় । অতিথিগণ বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ।

ধর্মনগরে শিক্ষক দিবস উদযাপিত

ধর্মনগর, ৫ সেপ্টেম্বর ।। শিক্ষা দপ্তর এবং ধর্মনগর পুর পরিষদের যৌথ আয়োজনে ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে আজ মহকুমা ভিত্তিক শিক্ষক দিবস উদযাপন করা হয় । প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে শিক্ষক দিবস অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাস । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ধর্মনগর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মানিক লাল নাথ । এই অনুষ্ঠানে মহকুমার ৫১জন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকাকে সংবর্ধনা দেয়া হয় । উদ্বোধনী ভাষণে জিলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাস বলেন, শিক্ষক সমাজ জাতির মেরুদন্ড। তাঁরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে ভূমিকা পালন করেন । অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তার ভাষণে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র সম্মানে ভূষিত অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গৌরগোপাল ব্যানার্জী শিক্ষক দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরেন । নতুন প্রজন্মকে প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে শিক্ষক সমাজের দায়িত্ব ও ভূমিকা পালনের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন । অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ধর্মনগর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মানিক লাল নাথ, জেলা শিক্ষা আধিকারিক বরুণ দাস, অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গুরুপদ চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষক সজল চক্রবর্তী, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক সোমেশ চন্দ্র নাথ প্রমুখ । অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয় পরিদর্শক সুজিত রুদ্রপাল ।

ধর্মনগরে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রস্তুতি

ধর্মনগর, ০৫ সেপ্টেম্বর ।। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলায়ও উদযাপিত হবে। জেলার মূল অনুষ্ঠানটি হবে যুবরাজনগর ব্লকের চিন্তা লোহার সদন কমিউনিটি হলে । এ উপলক্ষ্যে ঐদিন র‍্যালী, সেমিনার, কুইজ ইত্যাদি আয়োজিত হবে । এই কর্মসূচিকে সার্বিকভাবে সফল করে তোলার জন্য গতকাল এক সভা অনুষ্ঠিত হয় । উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি স্বপন কুমার দেবনাথ, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শক্তি ভট্টাচার্য, বিভিন্ন ব্লকের বি ডি ও গণ, সাক্ষরতা সমিতির কো-অর্ডিনেটরগণ সহ বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন ।

খোয়াইয়ে অ্যাথলেটিক্স ও ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

খোয়াই, ৫ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের উদ্যোগে গতকাল খোয়াই বালক দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে জেলা ভিত্তিক ১৪, ১৭,১৯ বছর বয়সী ছেলে মেয়েদের অ্যাথলেটিক্স ও ১৭ বছর বালক ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সাইনী সরকার। উদ্বোধকের ভাষণে তিনি বলেন, ছেলে মেয়েদের দেহ মন গঠনে শরীর চর্চা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পড়াশোনার সাথে সাথে প্রতিটি ছেলে মেয়েকে খেলাধূলা ও শরীর চর্চার অভ্যাস গড়ে তুলতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। স্বাগত ভাষণ রাখেন জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্মসচিব গৌতম পাল। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শুক্লা সেনগুপ্ত। সভাপতিত্ব করেন জেলা ক্রীড়া আধিকারিক দেবাশিস ভট্টাচার্য। প্রতিযোগিতায় খোয়াই ও তেলিয়ামুড়া মহকুমার ৭২ জন খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করেন।

নরসিংগড় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চক্ষু চিকিৎসা শিবির ৯ সেপ্টেম্বর

আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর ।। স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে আগামী ৯ সেপ্টেম্বর নরসিংগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একদিনের চক্ষু চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হবে। শিবির শুরু হবে সকাল ১১ টায়। শিবিরে চক্ষু রোগীদের চোখ পরীক্ষা করে ঔষধ দেওয়া হবে এবং প্রয়োজন বোধে মাইক্রোসার্জারী পদ্ধতিতে চোখের ছানি অপারেশন করা হবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এই শিবিরের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ধলাইয়ে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রস্তুতি

আমবাসা, ৫ সেপ্টেম্বর ।। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে ধলাই জেলায়ও উদযাপন করার হবে। এই কর্মসূচিকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে গতকাল ধলাই জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক দিলীপ কুমার চাকমার সভাপতিত্বে তাঁরই অফিস কক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ললিত কুমার দেববর্মা, আমবাসা পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চন্দন ভৌমিক, ধলাই জেলা লোক শিক্ষা সমিতির প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর শ্রীশ চন্দ্র দেবনাথ, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ। সভায় আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস সুষ্ঠু ভাবে উদযাপনের জন্য ৮টি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে। সভায় আলোচনা ক্রমে সিদ্ধান্ত হয়, আগামী ৭ সেপ্টেম্বর সকাল ৮ টায় আমবাসা কালীবাড়ী নাট মন্ডপে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শিশুদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং মহিলাদের মধ্যে মিউজিকেল বল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর সকাল ১১-৩০ মিনিটে আমবাসা টাউন হল থেকে আমবাসা মোটর স্ট্যান্ড পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। ঐ দিন বেলা ১২ টায় আমবাসা টাউন হলে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হবে আলোচনা চক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

উদয়পুরে শিক্ষক দিবস পালিত

উদয়পুর, ৫ সেপ্টেম্বর ।। শিক্ষা দপ্তর ও উদয়পুর পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে আজ উদয়পুরে শিক্ষক দিবস পালিত হয় । অনুষ্ঠানের শুরুতেই ড: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের প্রতিকৃতিতে অতিথিগণ পুষ্পার্ঘ অর্পন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বনমন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া বলেন, সমাজে শিক্ষকদের বিশাল দায়িত্ব রয়েছে । শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে প্রকৃত মানুষ গড়ে তোলা । শিক্ষা মানুষকে উন্নত করে । শিক্ষা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয় । তিনি বলেন, রাজ্যে বর্তমানে শিক্ষার হার বেড়েছে । যা দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য । অনুষ্ঠানের উদ্বোধক অতিরিক্ত জেলা শাসক অনিমেষ দাস, শিক্ষা দপ্তরের উপ অধিকর্তা লক্ষণ দাস,তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা টিংকু বিশ্বাস, প্রধান শিক্ষক হরিপদ দেবনাথ, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষিকা বানী ভট্টাচার্য, শিক্ষক চারু মিঞা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন । স্বাগত ভাষণ দেন বিদ্যালয় পরিদর্শক সোমনাথ চক্রবর্তী। শিক্ষক দিবসের এই অনুষ্ঠানে উদয়পুর মহকুমার ৪৯ জন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকাকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এই উপলক্ষ্যে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উদয়পুর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন রঞ্জন কৃষ্ণ দাস ।

বামুটিয়া ব্লক ভিত্তিক বনমহোৎসব অনুষ্ঠিত

মোহনপুর, ৫ সেপ্টেম্বর ।। উৎসাহ উদ্দীপনায় গতকাল বামুটিয়া ব্লক ভিত্তিক বনমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় । পটুনগর উচ্চবিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত ব্লক ভিত্তিক এই বনমহোৎসবের উদ্বোধন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দিলীপ কুমার দাস। উদ্বোধকের ভাষণে শ্রীদাস পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বেশী করে বৃক্ষ রোপণে সব অংশের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বিধায়ক ঝুমু সরকার বনমহোৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে গাছ লাগানোর মাধ্যমে সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্যা শিপ্রা সরকার, বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান অঞ্জন বিন, সদস্য মিহিরব্রত দত্ত সহ এলাকার বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন । স্বাগত বক্তব্য রাখেন বামুটিয়া ব্লকের বি ডি ও দেবযানী চৌধুরী । সভাপতিত্ব করেন বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান খোকন দেবনাথ। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করে । এই উপলক্ষ্যে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ২০টি বিভিন্ন জাতের গাছের চারা রোপণ করা হয় ।

পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত

পানিসাগর, ০৫ সেপ্টেম্বর ।। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গত ২ সেপ্টেম্বর পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক লোক সংস্কৃতি ও মনসামঙ্গল প্রতিযোগিতা পানিসাগর টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় । বিধায়ক সুবোধ দাস এই উৎসবের উদ্বোধন করেন । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন শীতল দাস । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন নীহার কান্তি দাস, ব্লকের বি ডি ও অনুপম চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন অরুন্ধুতী দাস।

উদ্বোধকের ভাষণে বিধায়ক সুবোধ দাস বলেন, রাজ্যের জাতি-উপজাতি ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার এ ধরণের উৎসবের আয়োজন করছে । অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন পানিসাগর মহকুমা তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক । লোক সংস্কৃতি উৎসবে নগর পঞ্চায়েত এলাকার শিল্পীরা সমবেত লোক সঙ্গীত, ধামাইল নৃত্য, বিয়ের গান, মনসামঙ্গল, সমবেত লোক নৃত্য ইত্যাদি পরিবেশন করেন ।

শারদোৎসব ঃ সাব্রুমে সভা অনুষ্ঠিত

সাব্রুম, ০৫ সেপ্টেম্বর ।। আসন্ন শারদ উৎসবকে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে গতকাল সাব্রুম মহকুমা শাসকের অফিস কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভায় সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক রীতা কর মজুমদার। আলোচনায় অংশ নিয়ে মহকুমা শাসক বলেন, পূজা উদ্যোক্তাদের পূজা করার জন্য সংশ্লিষ্ট থানা থেকে আগাম অনুমতি নিতে হবে। রাস্তায় গাড়ী থামিয়ে বা সরকারী অফিসে চাঁদা তোলা যাবেনা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকাল ৭টা থেকে ১০টার মধ্যে চাঁদা তোলা যাবে এ ক্ষেত্রে দুই জনের অধিক চাঁদা আদায়কারী যেতে পারবেনা । সংশ্লিষ্ট ক্লাবগুলি রাত্রি ১০টার পর কোন মাইক বা সাউন্ড বক্স ব্যবহার করতে পারবেনা । শারদোৎসবে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য মহকুমা শাসক সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান । সভায় বিধায়ক রীতা কর মজুমদার পূজাকে কেন্দ্র করে যেন কোন শান্তি সম্প্রীতি বিঘ্ন না ঘটে তার জন্য পূজা উদ্যোক্তাদের প্রতি অনুরোধ জানান ।

বিশালগড়ে যুদ্ধ বিরোধী মিছিল সংগঠিত

বিশালগড়, ১ সেপ্টেম্বর ।। যুদ্ধ বিরোধী দিবস উপলক্ষে বিশালগড়েও আজ যুদ্ধ বিরোধী সভা এবং মিছিল আয়োজিত হয় । অফিসটিলা কালীবাড়ী মাঠ থেকে বর্ণাঢ্য যুদ্ধ বিরোধী মিছিল শুরু হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বিশালগড় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে এসে শেষ হয় । মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন অর্থ মন্ত্রী ভানুলাল সাহা, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ফখরউদ্দিন আহমেদ, বিধায়ক নারায়ণ চৌধুরী ও বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ দেববর্মা । বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক কর্মচারী, শিল্পী সহ বিভিন্ন পেশার মানুষ এই মিছিলে যুদ্ধের বিরুদ্ধে লেখা ভ্যানার, ফ্যাস্টুন, প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিলে হাঁটেন । এর আগে বিকেলে কালীবাড়ি মাঠে আয়োজিত এক সভায় অর্থ, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা সংক্ষিপ্ত আলোচনায় যুদ্ধের ক্ষতিকারক বিষয়গুলি উল্লেখ করেন । তিনি মানুষের কল্যাণে শান্তি সুদৃঢ় করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন । এলাকার জন প্রতিনিধিগণও সভায় উপস্থিত ছিলেন ।

পুরাতন আগরতলা ব্লকে বিভিন্ন প্রকল্পে সহায়তা প্রদান

জিরানীয়া, ১ সেপ্টেম্বর ।। আয়ের উৎস সৃষ্টির লক্ষ্যে পুরাতন আগরতলা ব্লকের ২৯০ জন সুবিধাভোগীকে বিভিন্ন প্রকল্পে সহায়তা দেয়া হয়েছে । সম্প্রতি খয়েরপুরের গীতবিতান হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সুবিধাভোগীদের হাতে নানা সহায়তা প্রদান করা হয় । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ পবিত্র কর । এদিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে তপশীলি জাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে ২২ জনকে ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য ১০ হাজার টাকা করে, প্রাণী সম্পদ দপ্তরের হাঁস মুরগী পালন প্রকল্পে ১০ জনকে ১০ হাজার টাকা করে এবং ১০ জনকে ৮ হাজার ৭৫০ টাকা করে, সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের গাভী ও ছাগল পালন প্রকল্পে ১৭ জন সুবিধাভোগীকে ১০ হাজার টাকা করে সহায়তা দেয়া হয় । কৃষি দপ্তর থেকেও এদিনের অনুষ্ঠানে ১১৯জন কৃষককে স্প্রে মেশিন বিতরণ করা হয় । এছাড়া, সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লকের উদ্যোগে লনড্রী ব্যবসার জন্য ৮জনকে ১১ হাজার টাকা এবং ৫জনকে ১০ হাজার টাকা করে, ১২ জনকে ২লক্ষ ৪০ হাজার টাকার বাদ্যযন্ত্র, ২৮ জন কৃষককে পাম্প মেশিন ও ৫৯ জন কৃষককে ধান নিড়ানী যন্ত্র দেয়া হয় । অনুষ্ঠানে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ পবিত্র কর বলেন, গরীব মানুষের আর্থ সামাজিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যেই সরকার থেকে এই সমস্ত জিনিস পত্র ও সহায়তা দেয়া হয়েছে । সুবিধাভোগীরা এই সব প্রকল্পের সহায়তাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের আর্থ সামাজিক মানউন্নয়নে উদ্যোগী হবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সবিতা দাস। বক্তব্য রাখেন পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নীহার রঞ্জন শূর এবং জিরানীয়া কৃষি মহকুমার তত্ত্বাবধায়ক সমিত ভট্টাচার্য ।

পঞ্চায়েত সমিতির কার্য বিধায়ক স্থায়ী কমিটির সভা

জিরানীয়া, ১ সেপ্টেম্বর ।। সম্প্রতি জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির কার্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় । পঞ্চায়েত সমিতির সভা গৃহে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুচিত্রা দেবনাথ, ভাইস চেয়ারম্যান কালীপদ দাস সহ সমিতির অন্যান্য সদস্যগণ এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি মালতী দেবনাথ । রানীরবাজার বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিনিধি সভায় জানায়, জিরানীয়া ব্লকের ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত রানীরবাজার বিদ্যুৎ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত । ৭টি পঞ্চায়েতে বিদ্যুৎ পরিষেবার জন্য এবছর ১৫৮টি নতুন খুঁটি বসানোর লক্ষ্যমাত্রা ছিল । ইতিমধ্যে ৭৪টি বিদ্যুতের খুঁটি বসানো হয়েছে । বি পি এল পরিবারগুলিকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৩১টি। সংযোগ দেয়ার কাজ চলছে । তিনি আরো জানান, এবছর জিরানীয়া ব্লকের ৪টি পঞ্চায়েতে সাব স্টেশান বসানোর কাজ চলছে ।এর মধ্যে ৩টি সাব স্টেশান বসানোর কাজ শেষ হয়েছে । ১টি সাব স্টেশান বসানোর কাজ চলছে । মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়কের বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে এই কর্মসূচীতে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে । পূর্ত দপ্তরের জিরানীয়া বিভাগের প্রতিনিধি সভায় জানান, জিরানীয়া ব্লক এলাকার ৬টি রাস্তা সংস্কারের কাজ চলছে ।